# যার সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক, শুধুমাত্র সেই আমার আত্মীয়

প্রিয় সুপ্রভাত,

যখন জন্মালাম এবং তারপর থেকে যখন অন্যের শব্দে সাড়া দিতে শিখলাম, তখন থেকেই শুনতে পেতাম প্রায়ই কিছু শব্দ – বলতো আমি কে ? উদাস নয়নে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে ঠিক তখনই শুনতে পেতাম প্রশ্নের উত্তরটাও – আমি তোমার রাঙাকাকু কিংবা আমি তোমার ফুলুমাসি ইত্যাদি গোছের কিছু শব্দ। হ্যাঁ সুপ্রভাত, তোমায় বলি তখন আমার কাছে সেইগুলো ছিল নেহাতই কিছু শব্দ। আর প্রতিনিয়ত এই নতুন নতুন শব্দের সংখ্যা যেত বেড়ে, আমার পক্ষে কি সমস্ত সেই শব্দগুলোকে মনে রাখা সম্ভব। চারপাশে ক্রমেই বেড়ে যেত নতুন নতুন মুখের সংখ্যা এবং পাল্লা দিয়ে বাড়ত আবার নতুন কিছু শব্দও।

আরও বড় হলাম। শব্দগুলোর মানে আমায় বোঝান শুরু হল। বলা হতে থাকল, এটা তোমার ন–কাকু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করো আর ওটা তোমার সোনা মামা। ছিঃ, বড়দের মুখে মুখে কথা বলতে নেই, ঠাকুর পাপ দেয়। কে ঠাকুর আর কি ভাবে পাপ দেয় না বুঝতে পারলেও আমার মগজে ততদিনে একটা শব্দ ঢোকান হয়ে গেছে আর সেটা হল, আত্মীয়।

আরও একটু বড় হবার পর মা শেখালেন, যার সাথে আত্মার সম্পর্ক সেই নাকি আমার আত্মীয়। ছোট থেকেই আমার দেখা সেই মুখগুলোর অনেক কিছুই মানতে পারতাম না। মুখে ঝগড়া না করলেও মনে মনে ঝগড়া চালিয়ে যেতাম ছোটবেলায় দেখা সেই মুখগুলোর সাথে। যারা আমার নরম গাল দুটো টিপে নিজের নিজের পরিচয় দিত।

আরও বড় হলাম বয়সে, মনে কতটা হলাম জানি না। কিন্তু সেই মুখগুলো কিছুতেই পিছু ছাড়ল না। পাশাপাশি আমার চারপাশে ঘিরতে থাকল আরও কিছু নতুন মুখের সংখ্যা। যাদের সাহচর্য আমায় করত বা করে চলে অনুপ্রাণিত। যাদের নিয়ে আমারও ভাবতে ইচ্ছে করে। আমার শারীরিক ও মানসিক অবয়বের সাথে কোথায় যেন জড়িয়ে যেতে থাকে তারা ক্রমেই। মনে প্রানে ভাবতে ইচ্ছে করে তাদের ভালো হোক। আর মন ও প্রানের একটু ওপরেই বাস করে আত্মা। আর সেই আত্মাকে ছুঁয়ে ফেলতেও তাদের সময় লাগল না।

আর এই বয়সে এসে খুঁজে পাই আমার আত্মীয়দের। আমার আত্মার পাশেই যাদের অবস্থান। ঠাকুর পাপ দিলেও আজ আমার অকপটে বারবার স্বীকার করতে ইচ্ছে করে যে ছোটবেলায় দেখা সেই মুখগুলো নয়, বরং আমার আত্মীয় তারাই যারা রয়েছে মনে, যারা রয়েছে প্রাণে, যারা ছেয়ে আছে আমার আত্মায়। কারন মা শিখিয়ে ছিলেন, যার সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক, শুধুমাত্র সেই আমার আত্মীয়।

শুভেচ্ছান্তে,
পান্থপাদপ

১৫/১২/২০০৬, শিলিগুড়ি